অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয় নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥[১]*

—পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করে পৃথিবীর মানদণ্ডের মত যে বিশাল হিমাদ্রি ভারতের উত্তর দিগন্ত জুড়ে দেবতাগণের আত্মাস্বরূপ বিরাজমান, সেই নগাধিরাজই হিমালয়।

পুরাণ বলেন, কৈলাশ পর্বতের দক্ষিণদিকে হিমালয় পর্বত। ইহা বহুবিধ নির্ঝর, গুহা ও উপত্যকায় শোভিত। ইহার আয়তন পূর্ব সাগর থেকে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

তস্যৈব দক্ষিণে পার্শ্বে হিমবত্যা চলোত্তমে।
নিকুঞ্জ নির্ঝরগুহা নৈকসানুদরীতটে ॥
অর্ণবাদর্ণবং যাবৎ পূর্ব পশ্চায়তেঽচলে।[২]

---

* উত্তর দিগন্ত ব্যাপি
দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে—
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু
মানদণ্ড যেন ভারি মাঝে।
[অনুবাদক— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

সুদূর উর্দ্ধে ওই সুর ধাম
স্পর্শি তাহারে হিমালয় নাম
রাজে গিরিরাজ, মহা মহীধর
ব্যাপি উত্তরাখণ্ড,
পূর্ব হইতে পশ্চিমাবধি
দুই হাতে ধরি দুই মহোদধি
পৃথিবীর ভার রাখিছে যেনরে
বিধাতার মানদণ্ড।
[অনুবাদক— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

বিভিন্ন পুরাণ ও বৈদিক সাহিত্যে নানাভাবে নগাধিরাজ হিমাচলের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। পুরাণে যেমন অচলেশ্বর হিমাচলের নানা মাহাত্ম্যের কথা ছড়িয়ে আছে, বেদ-এও হিমাচলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঋগ্‌বেদ' ও 'অথর্ববেদ'-এ 'হিমবন্ত' কথাটি আছে 'অথর্ব'বেদ-এ 'হিমবন্ত' কথাটি 'তুষারাচ্ছন্ন' এই অর্থে পর্বতমালার গুণবাচক সংজ্ঞা বা পদরূপে ব্যবহৃত হলেও পরে বিশেষ্যরূপেও অনেক স্থলে এর ব্যবহার দেখতে পাই। তবে একথা স্বীকার না করার কোন কারণ থাকতে পারে না যে 'হিমবন্ত' বলতে 'বেদ' ও 'সংহিতার' বিভিন্ন অধ্যায়ে এই সুবিশাল পর্বতকেই বুঝিয়েছে।[৩]

সমগ্র হিমাচলের দৈর্ঘ্য কমবেশী পাঁচ হাজার মাইল। প্রস্থে পাঁচশো মাইল বা ততোধিক। মহাভারতে আছে, হিমালয়ের শিখর সমূহ একশত যোজন বিস্তৃত।[৪] এই মহা হিমবন্তর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন পর্বত মালার তুলনা চলেনা। এর মহিমাও স্বতন্ত্র। অন্য পর্বত-মালার সঙ্গে সেই অঞ্চলের অধিবাসীর আত্মিক যোগাযোগ এত নিবিড় নয়। কিন্তু সমগ্র হিমালয় ভারত-সংস্কৃতি ও ভারতীয় জীবন-চর্যার বিশিষ্ট অঙ্গ। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-ধারার ওপর হিমালয়ের প্রভাব অপরিসীম।

এই হিমাদ্রি ঈশ্বরের বিরাট স্বরূপের প্রকাশ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাংহিমালয়ঃ

আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়।[৫]

যে বিবিধ সিদ্ধ সেবিতা মহানদী হিমালয় শৈল থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে, তিনি গঙ্গা নামে বিখ্যাত। এছাড়াও যমুনা, মন্দাকিনী, অলকনন্দা প্রভৃতি প্রাণ প্রবাহিনী নদীর জন্মস্থানও এই হিমালয়।[৬]

হিমালয় শুভ্রশান্ত জ্যোতির্ময়। এই হিমালয় দেব-তীর্থ-'হিমবানিব শৈলেন্দ্রো.....।' এই হিমালয় শৈলে অনেক প্রকার রত্নের আকর আছে। 'নানারত্নাকরাপূর্ণং নানাসত্ত্বনিষেবিতম।'[৭]

সকল আর্তের একমাত্র আশ্রয়-স্থল এই স্থির-প্রজ্ঞ তপঃপূত হিমালয়ের ক্রোড়েই ভারত-সংস্কৃতির মণিবেদী রচিত হয়েছিল।

জীবনে আনন্দ বা বিষাদের ঘটনা মানুষ ভুলে যেতে পারে। ভুলে যেতে পারে চরমতম শোকও। কিন্তু নগাধিরাজ হিমালয়কে একবার দর্শন করলে তাকে ভোলা যায় না কিছুতেই। এমনই তার মহিমা। কেউ কেউ বলে থাকেন, জন্মান্তরেও নাকি হিমালয়ের স্মৃতি জেগে থাকে।[৮] নিত্যনতুন-হিমালয় দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নেয় মানুষকে; অবিলম্বে শৈলেন্দ্রের সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কবি বলেন, 'তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্ত সঞ্চিত তপস্যার মত।'

ভারতাত্মা হিমালয়ের রূপ-সাগরে অবগাহন করে মানুষ খুঁজে ফিরেছে অরূপ রতন। কেউ ফিরেছে পুরণো সংসারে, কেউ ফেরেনি। যে ফিরেছে, তার আকুল তৃষ্ণার আপাত-শান্তি ঘটেছে; যে ফেরেনি, তার জন্যে অশেষ স্বর্গ অপেক্ষা করেছে। কেননা, সরল-বুদ্ধি মানুষ বিশ্বাস করে হিমালয়ের হিম শিখরে আছেন দিব্য-কান্তি দেবতাগণ, সর্ব দুঃখহর শান্তিময় স্বর্গ। এই স্থির বিশ্বাস নিয়েই তারা তৃপ্ত থাকে।

হিমালয়ে গিয়ে মানুষ উদার হয়, মনুষ্যত্ব লাভ করে ধন্য হয়। মানুষকে ভালবেসে নিজেকে তিল তিল করে বিসর্জন দেওয়া—এই ত ভারতের শাশ্বত বাণী। হিমালয়ে আকুল তীর্থযাত্রী পরমকে দর্শন করতে আসে, তখন তার নিজেকেও জানা হয়ে যায়। সুগম্ভীর হিমালয়ের অলৌকিক আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন আসে মনে, তার উত্তর পেতেও দেরী হয় না। চিত্তের আক্ষেপ দূরীভূত হয়ে মানুষ সত্য দ্রষ্টা হয়ে ওঠে, হিমাদ্রির নয়ন-ভুলানো পরিবেশ তাকে রসিক করে তোলে।

হিমালয়ে গিয়ে রুগ্ন ফিরে পায় তার হৃত স্বাস্থ্য, জিজ্ঞাসু দার্শনিক পান ধ্যানের উপযুক্ত স্থান, শোকাতুর পায় সান্ত্বনা আর অহংকারী পায় বিরাটের সান্নিধ্যে প্রচণ্ড আঘাত।

মহাযোগী হিমালয় মানুষকে তার প্রার্থিত বস্তু দান করে তাকে তিলে তিলে সার্থক ও পূর্ণ করে তোলে। তারই খণ্ড খণ্ড চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—হিমালয় কেন্দ্রিক ভ্রমণ কাহিনীতে।

ভ্রমণ মানুষকে প্রত্যহের ক্লান্তিময় নিরন্তরতা থেকে মুক্তি দেয়, তাকে

নিয়ে যায় বৈচিত্র্যের আনন্দের মুক্তির অন্য এক জগতে। দেশ-দেশান্তর, অরণ্য-পর্বত, নদী-দেবালয় তার ব্যাকুল চোখে মায়া-কাজল পরিয়ে দেয়। উপনিষদে, মহাভারত-পুরাণে ভ্রমণের কথা আছে। বস্তুতঃ, জীবনের চতুরাশ্রমের 'বানপ্রস্থ' হচ্ছে ভ্রমণ। আমাদের বাহ্যিক জীবনে তো বটেই, আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ পথেও ভ্রমণ অপরিহার্য। এ যেন জীবাত্মার নব নব জলাশয়ে নিত্যস্নান, চিরশুচিতার পথে অপরিহার্য নিত্যকর্ম। উপনিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দেশ—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—তা চলার কথাই। দেখার শেষ নেই, বোঝার শেষ নেই, জানার শেষ নেই, অতএব চলো চলো চলো। চলো বনে। বনান্তরে, পাহাড়ে, উপত্যকায়, দেবতার আলয়ে। 'অনাগত যুগ থেকে তীর্থযাত্রী আমি।' ধ্যান-গম্ভীর এই হিমালয়ের পথে পথে অনাদি অতীত থেকে অজস্র মানুষের বিচরণ; হিমালয়ের প্রভাবে তাদের উপলব্ধি আর অনুভূতির জগতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে যায়। নগাধিরাজ হিমালয় তার বিশাল বিস্তার, বিপুল উচ্চতা ও সুগভীর রহস্য নিয়ে তাদের মানস-লোকে চির-বিরাজমান।

পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হিমালয়। কত দেবতা মানব, যোগী ঋষি; কত যক্ষ কিন্নর এর তুষার গিরি গুহায়, স্বর্গীয় পরিবেশে অবস্থান করেন। এই হিমালয়ই দেবাদিদেব শংকরের শ্বশুরালয়—'শংকর শ্বশুরঃ শ্রীমান্ হিমবান চলোত্তমঃ।' মহাভারতের মহান গাথা হিমালয়ের যশোগানে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত।

এই হিমালয়েরই মণি-মাণিক্যখচিত সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মার আশ্রম। তিনি এখানে বিরাট এক যজ্ঞ করেছিলেন। [শান্তিপর্ব, ১৬৬ পরিচ্ছেদ, শ্লোক, ৩৬]

সিদ্ধচারণগণের নিবাস এই হিমালয়। কিন্নর, ময়ূর এবং অন্যান্য পাখির সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে পর্বত-প্রদেশ সর্বদা মুখরিত থাকত। [শান্তি পর্ব, ৩২৭ পরিচ্ছেদ।]

মহর্ষি ব্যাসদেব এবং বালখিল্যগণ হিমালয়ে তপস্যা করেছিলেন। [আদি পর্ব। ৩০ ও ১১৪ পরিচ্ছেদ। শ্লোক, ৩, ২৪।]

ক্ষত্রিয়গণ যখন ভৃগুবংশ নির্বংশ করার জন্যে তৎপর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন ভার্গব রমণীগণ হিমালয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। [আদি পর্ব। ১৭৭ পরিচ্ছেদ। শ্লোক, ২০।]

ভগীরথ হিমালয়েই তপস্যা করেছিলেন। [বন পর্ব। পরিচ্ছেদ ১০৮, শ্লোক, ৩।]

হিমালয়ের উত্তর শিখরে শিব-পার্বতী নিত্য বিরাজমান। [উদ্যোগ পর্ব। পরিচ্ছেদ ১১৫, শ্লোক, ৫।]

ধর্মাত্মা শুকদেব আত্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য হতে যখন বায়ুবেগে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করছিলেন, তখন ওপর থেকে তাঁর মনে হয়েছিল যে হিমালয়কে যেন কেটে দুইখণ্ড করা হয়েছে। তিনি পথের দু'দিকে পর্বত-শ্রেষ্ঠের দুই অলৌকিক শৃঙ্গ দর্শন করেছিলেন। এই শৃঙ্গের একটি মহামেরু, অন্যটি হিমবান। [শান্তি পর্ব। ৩৩৩ পরিচ্ছেদ।]

নারদের আশ্রমও ছিল হিমালয়ে। [শান্তি পর্ব। ৩৪৬ পরিচ্ছেদ, শ্লোক, ৩।] মহামুনি মার্কণ্ডেয় একদা শিশু কৃষ্ণের উদরে হিমালয়, হেমকূট ইত্যাদি পর্বত দর্শন করেছিলেন। [বন পর্ব। পরিচ্ছেদ ১৮৮, শ্লোক, ১১২।]

এক ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মৃত্যু হলে সঞ্জয় হিমালয়ের উদ্দেশে গমন করেন। [আশ্রমবাসিকা পর্ব। পরিচ্ছেদ ৩৭, শ্লোক, ৩৩]

কৃষ্ণের সহিত স্বপ্নে কৈলাস পরিভ্রমণকালে অর্জুন হিমালয়ের সব ক'টি শৃঙ্গ দর্শন করেছিলেন। [দ্রোণ পর্ব। পরিচ্ছেদ ৮০ শ্লোক, ২৩।]

কাশীদাসী মহাভারতের 'স্বর্গারোহণ পর্বে' দেখা যায়, জায়া দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় হিমালয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ঃ কুরুক্ষেত্রে 'বান্ধব কুটুম্ব জ্ঞাতি বধিনু বিস্তর।
সে পাপ নাশিতে যাই বিষ্ণুর গোচর ।।'

'লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন' এবং পুণ্য ভাগীরথী জলে স্নান করে সূর্যার্ঘ্য দিয়ে শুচি হয়ে তাঁরা 'স্বর্গ পথে করেন প্রয়াণ।' নারায়ণের চিন্তা অন্তরে, সুরপুরীসম মেঘনাদ পর্বতে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপস্থিত হলেন। তারপর উত্তর মুখে যেতে যেতে দানবেশ্বর শিব দর্শন করলেন। 'অতিশয় উচ্চ গিরি' কেদারের পর্বতে গিয়ে শুনলেন স্বর্গের বাজনা। ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে

চলতে চলতে পাণ্ডুর নন্দনগণ মণিময় মহেশ এবং তপোমগ্ন মুনিদের দর্শন করেন। এক সময় তাঁরা 'ছত্রিশ যোজন পর্বত প্রস্তর' অতি ভয়ংকর মেঘবর্ণ পর্বতে আরোহণ করেন। যদিও 'দিবারাত্রি নাহি জানি পর্বত উপর' এবং 'নানাশব্দে কোলাহল শুনিতে তরাস', এই পর্বতে গুবাক বাঁঠাল আম্র কদম্ব হরিতকী বট বহেড়া জম্বীর তাল তমাল পিয়াল রসাল প্রভৃতি অজস্র বৃক্ষের সমাবেশ।

এরপর যাত্রা পথে আসে ভদ্রকালী পর্বত। সেখানে পর্বতের ওপরে ভদ্রকালী দেবীর মন্দিরে পঞ্চভ্রাতা প্রণাম করে বর মাগেন। অতঃপর আরও উত্তরে তাঁরা দর্শন করেন 'ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন।' ভদ্রেশ্বর অতিক্রম করে তাঁরা এসে পৌঁছান হরিপর্বতে। বৃক্ষলতা সুশোভিত এই পর্বতে প্রচণ্ড শীত। এখানেই দারুণ শীতে দ্রৌপদী প্রাণ ত্যাগ করলেন। এতদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনীকে পেছনে ফেলে পঞ্চভ্রাতা এলেন তাম্রচূড় পাহাড়ে। 'বৃক্ষলতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে।' সেখানে ঈশ্বর দশমূর্তি ধরে বিরাজমান। এবার তাঁরা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত পার হয়ে উপস্থিত হন জাহ্নবীর কূলে বদরিকাশ্রমে। অশ্বত্থামার সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের এখানেই সাক্ষাৎ ঘটে।

প্রচণ্ড তুষারপাতে অনভ্যস্ত শরীর বিকল হয়ে পড়ে। হিমালয় তার হিমকণা নিয়ে এই মহাপ্রস্থানের পথের পথিকদের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। সহদেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। যতই তাঁরা উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন, শীতের প্রকোপও বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে হিমে যান পদ নাহি চলে।' চন্দ্রকালী পর্বতে নকুল এবং নন্দিঘোষ পর্বতে অর্জ্জুন দেহত্যাগ করলেন। সোমেশ্বর পর্বতে 'মহাহিম ভেদিলেক বীর বৃকোদরে।' ভ্রাতার জন্যে অনেক বিলাপ করে অবশেষে 'উত্তরাস্যে চলিলেন ধর্মের নন্দন।' গন্ধমাদন পর্বতে উঠে স্বর্গের বাজনা শুনলেন। পর্বতে দেখেন 'অপূর্ব মহেশলিঙ্গ মরকতময়।'

আমরা তীর্থক্ষেত্রে যাই, ঈপ্সিতকে দর্শনের প্রচণ্ড আকাঙ্খায়। পথের ক্লান্তি, ভয়, প্রতিকূলতা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্তরায় হয়ে উঠে। কিন্তু দুর্জয় মনোবল আর ঐকান্তিকতা শেষ পর্যন্ত তীর্থযাত্রীকে ঈশ্বরের পদতলে উপনীত করে দেয়। পথে কেউ তুষারপাতে, কেউ ছদ্মবেশী গিরিঘাতে, কেউ রোগে, কেউ বা অতর্কিতে খাদে পড়ে প্রাণত্যাগ করেন। তবু সান্ত্বনা থাকে এই যে ঈশ্বরের নিজের আবাসভূমিতে এসে ভবলীলা সাঙ্গ করে ইহজীবনে হয়ত দর্শন

হল না, কিন্তু পরলোকে অশেষ স্বর্গ নিশ্চিতই অপেক্ষা করে আছে। মহাভারতীয় এই স্থানগুলোর সঙ্গে আজকের তীর্থপথের স্থানগুলো মেলে না। দৃশ্য মোটামুটি একই ছিল, পথের প্রতিকূলতাও কিছু কম ছিল না। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে বিশ শতকের চার পাঁচ দশক পর্যন্তও, যখন মহাপ্রস্থানের এই পথের ওপর আমাদের সভ্যতার কুটিল চোখ পড়েনি, পঞ্চ পাণ্ডবের যাত্রাপথ প্রায় একই ছিল। হিমালয়ের সেই বহুরূপী রূপ, এখানে প্রচণ্ড শীত ওখানে কয়েক মাইলের ব্যবধানেই দারুণ গরম, এই রোদ এই বৃষ্টি, সেই প্রাণঘাতী চড়াই স্বর্গীয় তুষার নদী আর তীর্থক্ষেত্রে যাত্রীদলের সেই মানসিক গঠন, সবই মোটামুটি এক ছিল।

দিন যায়। মনটাও বদলে যায়। উদ্দেশ্যও কিছুটা বইতে থাকে অন্যখাতে। ঊনিশ শতকের ভ্রমণ কাহিনী থেকে বিশ শতকের সত্তর দশকের ভ্রমণ কাহিনী কত ভিন্ন — উপলব্ধি দর্শন, গ্রহণ, ভাবনা — সবই বিচিত্র। হিমালয় আছে, কিন্তু হিমালয় ভ্রমণ-সাহিত্যের রূপ রস ভাবনাই পাল্‌টে গেছে যুগে যুগে, দশকে দশকে।

এই যে ভ্রমণ, এই যে নিরন্তর চলার আবেগ, এ শুধু চলার মধ্যেই সীমায়িত হয়ে থাকতে চায় না। এই আবেগ আনন্দ উপলব্ধি : এই সবকে ধরে রাখার জন্যে কোন কোন ভ্রমণকারীর মনে একটা আন্তরিক ইচ্ছা জন্মে। তখনই ভ্রমণকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে এক নতুন রোমাঞ্চকর অনাস্বাদিত-পূর্ব জগতের সৃষ্টি হয়। এই সাহিত্যের নাম ভ্রমণ-সাহিত্য।

একটা প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়েই মানুষ ভ্রমণে বাহির হয়। তার সঙ্গে থাকে অতি পরিচিত জগতের স্বার্থ দ্বন্দ্ব আর এক ঘেঁয়েমি থেকে মনকে ছুটি দেওয়ার আনন্দ আর রূপের পদ্মে অরূপ মধুপানের আকুল তৃষ্ণা। কেন না,

'দুর্গম তুষার গিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।'[১১]

এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে মানুষ যখন সাহিত্যে রূপ দেয়, তখন সেই কৌতূহল রোমাঞ্চকে জ্বল জ্বল শিখা প্রদীপের মত জাগিয়ে রাখতে হয়।

শিক্ষিত, মার্জিত ও নিরপেক্ষ ভ্রমণ-সাহিত্যে রচয়িতা যখন তাঁর ভ্রমণ কাহিনী রচনায় ব্রতী হন, তখন তাঁর মন্ময় হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক এক অনাবিল আনন্দে তাঁর তীর্থ-পরিক্রমার কথা; হিমালয়ের বাঁকে বাঁকে ভারতের যে আত্মা ধ্যান মগ্ন, তার কথা; তার অপার সৌন্দর্যের কথা; হিমালয়-যাত্রী মানুষের কথা লিখে চলেন। আর সেইসব উজ্জ্বল সুস্পষ্ট বর্ণনা পাঠ করে পাঠক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে বসেন, এ জন্মে দেবভূমি হিমালয় দর্শন করার সৌভাগ্য হল না, হল না সেইসব পথিকের অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিশিয়ে পথ চলা; পর জন্মে যেন হয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সার্থকতা সেইখানেই।

গদ্যের অন্যান্য শাখার মত ভ্রমণ-সাহিত্যেও মাধুর্য ও সাবলীলতা এই সাহিত্যের গতি প্রকৃতি রূপান্তরের দিক নির্দেশ করে। ভারতীয় জীবন-চর্চ্চার মূল কেন্দ্রটি ধরে ভারতাত্মা হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনীর তাৎপর্য মহত্ত্ব ও গুরুত্ব অনুসরণ করে বিবরণ কিভাবে কল্পনার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রোমাণ্টিকতার ঝাল নোনতা মশলা মিশিয়ে আস্বাদনের বৈচিত্র আনছে, তাও বলা যায়।

আজ ভ্রমণ-সাহিত্য চিত্রণের সম্পূর্ণতায়, বর্ণনার পরিপাট্যে, উপলব্ধির চমৎকারিত্বে এবং বক্তব্যের প্রখরতায় জাজ্বল্যমান। আর এই ভ্রমণের প্রায় সবটাই জুড়ে আছে ভারতের পিতৃরূপী চির-সুন্দর হিমালয়। হিমালয়কে নিয়ে অসংখ্য ভ্রমণ-সাহিত্য বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। শুধু বাঙালী নয়, ভারতীয় নয়, অনেক বিদেশী পর্যটক ও সৌন্দর্য-রসিক হিমালয়ের তীব্র আকর্ষণে ছুটে এসেছেন এই অলৌকিক সুন্দরের রাজ্যে; পরম পরিতৃপ্তিতে অবগাহন করেছেন নগাধিরাজের বিপুল সৌন্দর্য রাশির মধ্যে। তারপর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করেছেন ভ্রমণ-কাহিনী।

প্রসঙ্গত, 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা' শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (বুধবার ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০) একটি অংশ তুলে দিই ঃ

'পাহাড় আমাদের মনের ক্ষুধা মিটায়'—উক্তিটি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। এবং পাহাড়কে যে নিবিড়ভাবে তিনি ভালবাসেন ; এই উক্তির মধ্যেই তাহা পরিস্ফুট। বস্তুত, বিশিষ্ট জনৈক ভারতীয় পর্বতারোহীর গ্রন্থের যে ভূমিকা তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা পড়িবার পরে পর্বত সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর

অনুরাগের নিবিড়তা সম্পর্কে কোনও সংশয়ই কাহারও থাকিতে পারে না। নিজের সম্পর্কে সেখানে তাঁহার মন্তব্য এই যে তিনি 'পাহাড়েরই শিশু।' সমতলভূমিতে জন্মিয়াছেন, তবু পাহাড়ের প্রতি তাঁহার এত আকর্ষণ কেন? শ্রীমতী গান্ধীর উত্তর: আকর্ষণটা বংশানুক্রমে তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত। তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ; সম্ভবতঃ সেই কারণেই পাহাড়ের সান্নিধ্যে তিনি স্বস্তিবোধ করেন। স্বর্গত জওহরলাল নেহেরুর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁহারও জীবনের প্রধান অংশ কাটিয়াছে সমতল-ভূমিতে। অথচ, পাহাড়ের প্রতি তাঁহারও আকর্ষণ ছিল তীব্র। হঠাৎ কখনও সামান্য দুই চারিদিনের জন্য ছুটি মিলিয়া গেলে কিভাবে তিনি হিমালয়ের কোনও-না-কোনও জনপদে গিয়া আশ্রয় লইতেন, প্রসঙ্গত, সকলেরই তাহা মনে পড়িবে।

পাশ্চাত্যের এক মনীষী বলিয়াছেন, মানব সমাজকে মোটামুটি দুই দলে ভাগ করিয়া ফেলা যায়: একদল পাহাড় ভালবাসেন, অন্য দল সমুদ্র। তবে, এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা অনেকের কাছেই হয়তো কিছুটা কৃত্রিম বলিয়া মনে হইবে। কেননা, একদিকে যেমন এমন মানুষ প্রচুর দেখা যায়, পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে কোনওটার প্রতিই যাঁহাদের কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই, অন্যদিকে তেমনি এমন মানুষের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, পর্বত ও সমুদ্র দুই-ই যাঁহাদের প্রবলভাবে টানে। কিন্তু সে কথা থাক। পাহাড় ও সমুদ্রের চরিত্রে যে একটা মৌল পার্থক্য আছে, আপাতত এটুকু অবশ্যই স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটো কবিতায় সেই পার্থক্যের ব্যাপারটা খুবই সুন্দর ফুটিয়াছে। সমুদ্র সেখানে প্রশ্নের প্রতীক আর পাহাড় প্রতীক নিরুত্তর স্তব্ধতার। একজন সেখানে তটভূমির উপরে অহোরাত্র মাথা কুটিয়া উত্তর খুঁজিতেছে, অন্যজন সেখানে চিরস্থির। কোনও কথাই তাহার মুখে নাই; কোন জিজ্ঞাসাই তাহাকে ব্যাকুল করে না।

অথচ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মৌল নানা জিজ্ঞাসা যাঁহাদের ব্যাকুল করে, তাঁহাদের অনেকেই যে লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লন, তাহাও ঠিক। যান অন্যেরাও। কেহ শান্তির আশায়, কেহ সৌন্দর্যের টানে। কেন তিনি পাহাড়ে যান, এই প্রশ্নের উত্তরে বিখ্যাত এক পর্বতারোহী বলিয়াছেন, পাহাড়টা আছে বলিয়াই যাই। উত্তরটা অনেকের কাছেই হয়ত ঈষৎ ধোঁয়াটে ঠেকিবে। কিন্তু অন্যেরা বলিবেন, খুবই স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল এই

উত্তর। শিয়রে যদি একটি পাহাড় দাঁড়াইয়া থাকে, তবে জীবনে তাহার আকর্ষণ যে দুর্বার হইয়া দাঁড়ায়, এই সত্যকে তো অস্বীকার করা চলে না। ভারতীয় জীবনে এই সত্য বস্তুত কোনও কালেই অস্বীকৃত হয় নাই। ভারতের শিয়রে যাহা অতন্দ্র প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান, ভারতের সাহিত্যে আর শিল্পে বার বার সেই পর্বতমালার ছায়া পড়িয়াছে। কালিদাস যাহার বন্দনা গাহিয়াছিলেন, সেই দেবতাত্মা হিমালয় এ-দেশের চিন্তাকে আজও কম আলোড়িত করেনা।'

আধুনিক কালের কিছু লেখকের হিমাচল-বন্দনা ও হিমালয়-সম্পর্কিত মনোভাব বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশিষ্ট পর্যটক-লেখক প্রবোধ কুমার সান্যাল বলেন ঃ প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা রমণীয় এই পর্বতমালার প্রতি পৃথিবীর সকল শ্রেণীর সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের লোকদের সেই একই অনুভূতি ও একই অনুরাগ।[১২]

সুকুমার বসু বলেছেন ঃ ভারতীয় সভ্যতার গোড়ার কাল থেকে হিমালয় গিরি ভারতের মানুষকে নানাভাবে আকর্ষণ করেছে। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। হিমালয় একটা পুণ্যস্থান একথা এ দেশে চিরকালের জানা। ধার্মিক ব্যক্তি পুণ্যলাভের জন্যে, নিষ্কাম সন্ন্যাসী প্রব্রজ্যার জন্যে আর সাধারণ মানুষ আনন্দ উপভোগের জন্যে চিরদিন হিমালয়ে যাত্রা করেছে— আর যাত্রাস্রোত অদ্যাপি সমভাবে বহমান। তুষারাবৃত আকাশ-চুম্বী পর্বত-শৃঙ্গের ধ্যানমগ্ন গম্ভীর দৃশ্য ও তার অনুচিন্তন বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত ও উন্নত করে, তার সান্নিধ্যে অবস্থান ঋদ্ধির সহায়ক।[১৩]

বীরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন ঃ হিমালয় মানুষকে যুগ যুগ ধরে প্রলুব্ধ করে এসেছে। তার নিভৃতে কোথায় কোন্ রহস্য রয়েছে আত্মগোপন করে, সেই রহস্যের গোপনভাণ্ডারের ইঙ্গিত দিয়েছে ধ্যান-গম্ভীর হিমালয়। অভাব অভিযোগের দৈনন্দিন তালিকায় ভরা জীবন, এক ঘেঁয়েমির আবেষ্টনীতে হাঁফিয়ে ওঠা জীবন। সে জীবন এখানে পাবে বৈচিত্র্যের আভাস। এক ঘেঁয়েমির আবেষ্টনী থেকে মুক্তির আশ্বাস পাবে ক্ষণিকের জন্যে। হিমালয় তার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলে রেখেছে যুগ যুগান্তর ধরে। দুঃখ-কষ্টে, অভাব-অভিযোগে জর্জরিত মানুষ এখানে তাদের মনকে একবার নিরিবিলি পেতে আসে।[১৪]

বস্তুতঃ, হিমালয়ের বিচিত্র আঙ্গিনায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ অশান্তি অভাব অভিযোগ ও ক্লান্তি শ্রান্তি যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়! পরিবর্তে, হৃদয়ে এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। হিমালয়ের অন্দর মহল থেকে প্রত্যাবর্তন-পথে অধিকাংশ ভ্রমণকারী বা তীর্থযাত্রীর অন্তর বিচ্ছেদের বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। এই-ই হচ্ছে হিমালয়ের যাদুকরী প্রভাব।

একজন বিশিষ্ট বিদেশী হিমালয় প্রেমিক, যাঁর জন্মস্থান সুদূর রাশিয়ায়, হিমালয়-প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন : Himalayas! Here is the Abode of Rishis. Here resounded the sacred flute of Krishna. Here thundered the Blessed Goutama Buddha. Here originated all Vedas. Here lived Pandavas..... Himalayas, Jewel of India. Himalayas, Treasure of the world. Himalayas, the sacred symbol of Ascent.[১৫]

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই হিমালয় আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। আমাদের অন্তরে অন্তরে তার গভীর বাণী যুগ যুগান্তর ধরে মন্দ্রিত হয়ে চলেছে। তাই হিমালয়ের ডাকে আমাদের সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। অনেক বিদেশী পর্যটকও হিমালয়ের পর্বতে উপত্যকায় পথে প্রান্তরে ভ্রমণ করে সীমাহীন আনন্দ, বিস্ময় ও তৃপ্তির ঝরণা-ধারায় স্নান করেছেন। হিমালয় তাঁদের অন্তরের ওপর অদ্ভুত এক মোহাবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই বিদেশী এইসব ভ্রমণকারী, অভিযাত্রী অথবা সৌন্দর্যরসিক বার বার হিমালয়ের প্রাঙ্গনে ছুটে এসেছেন অন্তরে আবেগের এক প্রচণ্ড আকুলতা বহন করে—দু'চোখ ভরে এর সৌন্দর্য দর্শন করেছেন; হৃদয় পূর্ণ হয়েছে আশ্চর্য এক উপলব্ধির পরম সম্পদে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বার বার হিমালয়ের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, কেউ হিমালয়ের প্রশান্ত পরিবেশে পরম নিশ্চিন্তে চোখও বুঁজেছেন।

এইসব ভ্রমণ-কারী নিজস্ব উপলব্ধি অভিজ্ঞতা ও আনন্দের সংবাদ স্বরচিত ভ্রমণ-গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন। তাঁদের গ্রন্থগুলোতে হিমালয়কে ভালবাসার কাহিনী যেমন সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে; তেমনি হিমালয় সম্পর্কিত কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও তথ্যই না পরিবেশিত হয়েছে! যেমন, ১৯৩১ সালে ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ও

তাঁর সঙ্গী হোল্ডস্‌ওয়ার্থ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে পথ ভুল করে উপস্থিত হন বিস্তীর্ণ এক পুষ্পরাজ্যে। এমন শোভা, এমন রঙের বাহার এর আগে কখনও তাঁদের চোখে পড়েনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন অভিযাত্রীদ্বয়। পথ ভুল করে আশ্চর্য এক ফুলের সাম্রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা। ১৯৩৭ সালে স্মাইথ আবার ফিরে আসেন এই স্বপ্নময় পুষ্প-উপত্যকায়। নাম দেন, ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স।

এ রকম অনেক বিচিত্র সৌন্দর্য, তথ্য ও অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায় বিভিন্ন বিদেশী লেখক লেখিকার গ্রন্থে। কোথায় উত্তুঙ্গ এভারেস্টের প্রচণ্ড গাম্ভীর্য, কোথায় হিমালয় পারে তিব্বতের অপার রহস্যময়তা, কোথায় নিত্য সৌন্দর্য-নিকেতন কাশ্মীর, কোথায় অবস্থান করছে লীলাভূমি লাহুল, কোথায় কোন্ সুদুর্গম পর্বত ও উপত্যকায় স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে শুভ্র তুষার রাশি—সব কিছুর সংবাদ এঁদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। এঁদের অন্তরঙ্গ রচনায় এটুকু অন্ততঃ উপলব্ধি করা যায় যে হিমালয়কে গভীরভাবে ভাল না বাসলে হিমালয়ের কথা এমন করে লেখা যায় না।

হিমালয়ে এই যাত্রা বা ভ্রমণ অনেক সময়েই সহজ সাধ্য ছিল না। অত সহজে তার অন্তর-লোকের দরজা হিমালয় খুলে দেয় নি ভ্রমণকারীর সামনে; অভিযাত্রীদলকেও অনেক বারই মূল্যবান প্রাণের বিনিময়ে শিখরদেশে আরোহণ করতে হয়েছে। তবু হিমালয়ের গহন লোকে ভ্রমণ করে কী অপরিসীম আনন্দই না সবার হয়েছে! বিপদ-বাধা অথবা শারীরিক লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা এই স্বর্গীয় আনন্দটুকুর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে। নতুন এক সঞ্জীবনী মন্ত্রে ভ্রমণকারীর হৃদয়-মন উজ্জীবিত হয়েছে। এই-ই হিমালয়। এই হিমালয়ের অশেষ মহিমা, ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্যের কথা বিদেশী লেখকদের রচনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলো নিঃসন্দেহে পরম রহস্যময় নগাধিরাজ হিমালয়ের স্ব-রূপ প্রকাশ করেছে।

আগেই বলা হয়েছে, মহিমময় হিমগিরির পুণ্যতীর্থ যুগ যুগান্ত ধরে ডাক দিয়েছে মানুষকে। তাই বহু প্রাচীনকাল থেকেই হিমালয়ের পথে চলেছে অজস্র মানুষের মিছিল। যে-পথ ধরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির চলে গেছেন মহাপ্রস্থানে,

সেই-পথে এবং অন্যান্য হিমালয়-সরণিতে মানুষের পদক্ষেপ ঘটেছে। যুধিষ্ঠির গিয়েছিলেন পশ্চাতের পৃথিবীকে একেবারেই ত্যাগ করে—তিনিই অগ্রপথিক, প্রথম পথিক সেই স্বর্গীয় সরণির। তারপর কত না তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারী পাড়ি জমালেন গিরিলোকের উদ্দেশে। কেউ গেছেন শুধুই ধর্মের টানে, কেউ পাড়ি জমিয়েছেন ইতিহাসের সন্ধানে, কেউ ব্যস্ত হয়েছেন পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে, কারও বা ভাবনা তীর্থগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান ও উচ্চতা বিষয়ে, কেউবা ডুবে গেছেন হিমালয়ের পটভূমিকায় মানুষ ও তার আত্মিক বিকাশ নিয়ে, কারও ভ্রমণ-কাহিনীতে দেখি হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীরা জুড়ে বসেছেন ; আর অধুনা দেখি, যার সূচনা প্রবোধ কুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থে, হিমালয়ে গিয়ে একটি যুবতী নারীর সঙ্গে ভ্রমণকারীর সাক্ষাৎ ঘটে যায় এবং ভ্রমণ-কাহিনীতে অনিবার্যভাবেই একটি 'রোমান্টিক এপিসোড'-এর জন্ম হয়। তবে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরে সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে সেই সনাতন আধ্যাত্মিক ভাবনাই উঁকিঝুঁকি মারে। এবং হিমালয়ের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বরই সেখানে ছায়াপাত ঘটে।

এইসব বিচার বিবেচনা করে হিমালয় কেন্দ্রিক বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যকে, মুখ্য অভিমুখিতা লক্ষ্য করে, মোটামুটিভাবে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। আর এই স্তরগুলোর বিশেষ ও স্বতন্ত্র পরিচয় এবং সেই সঙ্গে সব মিলিয়ে হিমালয়ের বিচিত্র রূপের সমগ্র মহিমাকে উপস্থাপনা করাই বর্তমান আলোচনার আদর্শ ও লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, প্রকাশিত সব ভ্রমণ কাহিনীই আলোচনার পরিধির মধ্যে আসে নি ; বিশিষ্ট এবং লেখকের কাছে গ্রহণযোগ্য **ভ্রমণ-গ্রন্থ**-গুলোই আলোচিত হয়েছে।

স্তরগুলো এই প্রকার :—

ক) নিছক ধর্মকেন্দ্রিক ভ্রমণ সাহিত্য ;

খ) পৌরাণিক উপাখ্যান-সমৃদ্ধ, ইতিহাসাশ্রিত ও হিমালয়-অভিযান মূলক ভ্রমণ সাহিত্য ;

গ) সাধারণভাবে হিমালয় অঞ্চল দর্শন মূলক ভ্রমণ সাহিত্য ;

ঘ) আধ্যাত্মিকতা-সমৃদ্ধ ভ্রমণ সাহিত্য ;

ঙ) ভ্রমণ-সাহিত্য ও রোমান্টিসিজ্‌মের নতুন ধারা ;

চ) উপসংহার।

নির্দেশ পঞ্জী।

[১]কুমার সম্ভব। কালিদাস। ১.১.।

[২]ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়। ২৭.২৮।

[৩]স্কন্দ পুরাণ। মাহেশ্বর খণ্ডে কেদারখণ্ডম্। ২০-২৬ অধ্যায়।
কুমারিকা খণ্ডম্। ২২-২৬ অধ্যায়।
বিষ্ণুখণ্ডে বেঙ্কটাচলম্ মাহাত্ম্যম্। ১ম ও ২য় অধ্যায়।
পদ্ম পুরাণ। ক্রিয়াযোগসারঃ। ১ম অধ্যায়, শ্লোক ২৫।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ২৩, ২৫, ৪৩, ৪৫ অধ্যায়।
ঋগ্‌বেদ। ১০. ১২১, ৪.
অথর্ববেদ। ১২. ১, ১১। ৬. ৯৫, ৩।
তৈত্তরীয় সংহিতা। ৫. ৫, ১১.

[৪]মহাভারত। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত ও শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
শান্তি পর্ব, ১৬৬ পরিচ্ছেদ। শ্লোক ৩২।

[৫]শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ১০. ২৫।

[৬]ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ৪৫ অধ্যায়।
অথর্ববেদ। ৫. ৪, ২, ৮। ৬. ২৪, ১।

[৭]ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ৪৩ অধ্যায়, শ্লোক ৪৭।

[৮]রম্যাণি বীক্ষ্য (মহারাষ্ট্র পর্ব) ঃ সুবোধ কুমার চক্রবর্ত্তী। পৃঃ ১।

[৯]মহাভারত। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত ও শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

[১০]কাশীদাসী মহাভারত।

[১১]ঐকতান ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[১২]গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী। পৃঃ ৮৯।

[১৩]হিমালয়। পৃঃ ১১৮।

[১৪]রহস্যময় রূপকুণ্ড। পৃঃ ৩৮।

[১৫]নিকোলাস রোয়েরিক। [উত্তরস্যাং দিশি ঃ শঙ্কু মহারাজ। পৃঃ ৯২।]

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইংরাজী ভ্রমণ-কাহিনী ঃ

National Library, Calcutta. Book No :

1. The Epic of Mount Everest — Sir Francis Young Husband — Ic 796.52y88 or Vc 796.52y88c
2. Everest : The Challenge — Sir Francis Young Husband — E 796.52y88.
3. Wonders of the Himalayas — Sir Francis Young Husband — 164F 127.
4. India & Tibet — Sir Francis Young Husband — 115.A.81.
5. Kashmir — Sir Francis Young Husband — Sc 915.4y88 or E 915.46y.85.
6. Peking to Lhasa — Sir Francis Young Husband — 68E 329
7. Twenty years in the Himalayas — Charles Grandville Bruce — Ic 915 B 83.
8. Himalayan Wanderer — Charles Grandville Bruce — 164F 179
9. The Land of Gurkhas — Charles Grandville Bruce — 164E 57.
10. Kulu & Lahoul — Charles Grandville Bruce — 164F 77
11. Valley of Flowers — Frank Smythe — 164F 261
12. Kamet Conquered — Frank Smythe — 164F 171
13. The Valley of Kashmir — Sir Walter Lawrence — 15.K.4.
14. Abode of Snow — Kenneth Mason — 164F 279.
15. The Abode of Snow — Andrew Wilson — Bc 915W692.
16. Mountains & Memsahibs — Eileen Gregory, Hilda Reid, Joycee Dunsheath, Frances Delaney — 164F 337.

73878
2 3 MAR 1981